JAN 03 2001

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গতকাল মঙ্গলবার ঢাকায় ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে বেগম রোকেয়া পদক প্রদান করেন।

বেগম রোকেয়া পদক ২০০০ বিতরণ

নারী-পুরুষ সমতাভিত্তিক সমাজ গড়তে চাই ঃ প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মঙ্গলবার তার সরকারের নারী-পুরুষের সমতার ভিত্তিতে ন্যায়ভিত্তিক ও সমৃদ্ধ সমাজ গড়ে তোলার অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেছেন।

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ঢাকাস্থ ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে আয়োজিত বেগম রোকেয়া পদক-২০০০ বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে প্রধানমন্ত্রী এ অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেন। বাসস।

তিনি বলেন, নারীর অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক, ক্ষমতায়ন অর্জনের লক্ষ্যে তার সরকার 'নারীর উন্নয়ন বিষয়ক জাতীয় নীতি" এবং ঐতিহাসিক বেজিং সম্মেলনে গৃহীত প্লাটফরম ফর অ্যাকশনের (পিএফএ) চেতনার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে নারীর উন্নয়নে জাতীয় জরুরি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করছে।

প্রধানমন্ত্রী নারী সমাজের প্রতি জাতীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রে প্রশংসনীয় অবদান রাখার জন্য নিজ নিজ ভূমিকা যথাযথভাবে পালনের উদাত্ত আহ্বান জানান।

মহিলা ও শিশু বিষয়কমন্ত্রী. অধ্যাপিকা জিন্নাতুন্নেসা তালুকদার অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন এবং অন্যান্যের মধ্যে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব কে. এম এহসানুল হক এবং মহিলা অধিদফতরের মহাপরিচালক রেজিনা আকতার খানম বক্তব্য রাখেন।

ড. মালিহা খাতুন এবং হেনা দাস সমাজে তাদের প্রশংসনীয় অবদানের জন্য বেগম রোকেয়া পদক-২০০০ পেয়েছেন।

নারী শিক্ষার বিস্তারে বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের অবদানের কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, বেগম রোকেয়া সব সময়ই চেয়েছেন যে, মেয়েরা পুরুষদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সমাজ গঠনের কাজ করুক।

নতুন প্রজন্মের মেয়েরা জাতীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রে ক্ষমতায়ন অর্জনে দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে দেখে প্রধানমন্ত্রী সন্তোষ প্রকাশ করেন।

নারীদের উন্নয়নে বর্তমান সরকারের বিভিন্ন কর্মসূচির কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, নারীদের উন্নয়নের জন্য আমরা পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ৩শ ৩৫ কোটি ৮০ লাখ টাকা বরাদ্দ করেছি। চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এ খাতে মাত্র ৪৫ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছিল।

পরে প্রধানমন্ত্রী ড. মালিহা খাতুন এবং হেনা দাসকে বেগম রোকেয়া পদক-২০০০ অর্পণ করেন। এ পদকের অংশ হিসেবে দু জনেই সোনার পদক, নগদ ১০ হাজার টাকা এবং একটি সনদপত্র পান।